অজয় বিশ্বাস
কবিতার পথিক

নদীর বাঁকে অপেক্ষায় আছে যে মানুষ
সুপ্ত জলের বুকে নিদ্রাহীন নৌকার মত
তাকে ঘিরেই এখন একরাশ কোলাহল
পৃথিবীর যত সুখ করে আনাগোনা
নির্জন স্মৃতিপথে...
প্রাচীন মন্দিরের মগ্ন পুরোহিত জানে
বেহিসাবী নাবিক
শিশির ভেজা আঙ্গিনায়
পেয়ে যাবে ঠিক
অরণ্যে ছায়া আঁকা সেই চোখ
বৃষ্টি ভেজা দিন...
তখনই ক্লান্ত পথিকের পাশে
নামবে নিঃসঙ্গ রাত
সমান্তরাল অন্ধকারে ঘুমিয়ে পড়বে চাঁদ
আর সেই মানুষটার অবয়বে
জেগে উঠবে কবিতার প্রতিলিপি...

কুটুম

রসকলি কাটা এক বোস্টমীকে শুনিয়ে
সকালে ফুলের পসরায়
হলুদ পাখি বলেছিল-
কুটুম আয়, কুটুম আয়...

টানাপোড়েন তো নিজেরই ছায়া
সলতে পাকানোর সময়ও হয়েছে পার
এখন গভীর জলাশয়ের মত
ঘুম নামে চোখে
নিশ্চুপ রাতে বাড়ি ফিরে দেখি
কুটুম আমার বিছানায়
ঘড়া উপুড় করা চন্দন...

ফেরা

প্রিয় পাখিটি উপত্যকার শহরে
ডানা মেলে দিতে
অরণ্য সমারোহে খুঁজে পেলাম নিজস্বতাকে
তাদের মহল্লা জুড়ে আজ বনমহোৎসব
বৃক্ষেরা প্রতি পাতায় সাজিয়েছে অক্ষর

ওরা জানে না বিন্যস্ত পালকের ভাঁজে
লুকিয়ে থাকে পাঠশালার প্রথম সকাল
আমি তার বুক খুলে নিমগ্ন হয়ে যাই
এলোমেলো বাতাসের হোলিখেলায়
অথবা শিয়রের শেষ সন্ধ্যায়

এক সময় ক্লান্ত পাখি
ঘুমোয় আমার পাঁজরের ওপর
মাথায় জেগে থাকে নক্ষত্র
সামনে ধূসর দেয়াল
বিকেলের উঠোন পার হয়ে
যে রাত নামে
তার কাছেই এখন ফিরে যেতে চাই...